মাতৃ-স্বাস্থ্য

২০০০ সালে গর্ভ ও প্রসবকালীন সমস্যায় পাঁচ লক্ষাধিক নারী মৃত্যুবরণ করেছে এবং আরোও লক্ষ লক্ষ নারী পঙ্গু হয়েছে।

লক্ষ্য ৫

মাতৃ-স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন

প্রধান মনযোগ: লক্ষ্যমাত্রা ৬

১৯৯০ হতে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস

জন্মের সময় অভিজ্ঞ প্রসূতি-স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি

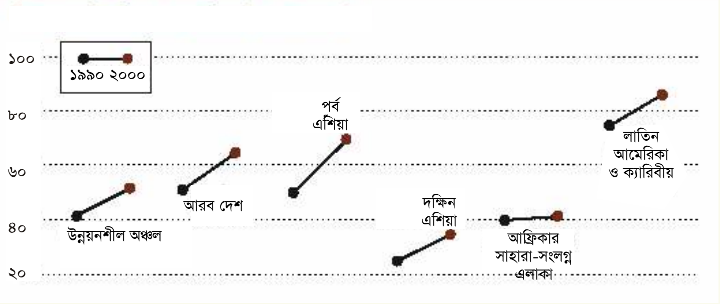

প্রসব ও গর্ভজনিত জটিলতায় নারী মৃত্যুর বেশীর ভাগই ঘটে উন্নয়নশীল দেশে। নিরাপদ সন্তান প্রসবের লক্ষ্যে নারীর জন্য চাই অভিজ্ঞ ধাত্রীসেবা। অভিজ্ঞ প্রসূতি-সেবার সুযোগ বাড়লে প্রসবকালীন মৃত্যুহার কমবে।

১৯৯০ এর দশকে কিছু অগ্রগতি হয়েছে, বিশেষতঃ পূর্ব-এশিয়ায়। এসব দেশে বেশীরভাগ জন্মের সময়ই অভিজ্ঞ প্রসূতি-স্বাস্থ্যকর্মী উপস্থিত থাকে। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়াতে অগ্রগতি সামান্যই এবং উপ-সাহারা অঞ্চলে প্রসবকালীন সেবার সুযোগ মোটেই বাড়ছেনা।

লক্ষ্য ৫ অর্জনের জন্য উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ জন্মের সময় অভিজ্ঞ ধাত্রী সেবা নিশ্চিত করতে হবে।